৯। স্পিনোজার জ্ঞানতত্ত্ব ও জ্ঞানের পর্যায় (Theory and Degrees of Knowledge) :

জ্ঞান সম্বন্ধে স্পিনোজার আদর্শ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে দার্শনিকের কথা উল্লেখ না করে সম্পূর্ণতা লাভ করা যায় না, তাঁর নাম প্লেটো। প্লেটোর মত স্পিনোজাও জ্ঞানের মাত্রাগত পার্থক্যে বিশ্বাস করেছেন, স্পিনোজা মনে করেন যে, জ্ঞান ক্রমবর্ধমান অত্যন্ত স্থূল প্রত্যক্ষের পর্যায় থেকে সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পর্যায় পর্যন্ত ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে। প্লেটোর ন্যায় স্পিনোজাও বিশুদ্ধ সত্তা অর্থাৎ পরম দ্রব্যের জ্ঞান আর অপরদিকে সসীম ও পরিবর্তনশীল অবভাসিক জগতের জ্ঞান—এই দুটি দিকের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। K. Gupta - 161

স্পিনোজা তাঁর "Treatise on the correction of the understanding" গ্রন্থে প্রত্যক্ষকে চারটি মাত্রাতে বিভক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্রত্যক্ষের প্রাথমিক পর্যায় হল 'perception by heresay'। স্পিনোজা বলেন জীবনে সর্বপ্রথম যে জ্ঞান আমরা লাভ করি তা অন্যের দ্বারা লাভ করে থাকি, অর্থাৎ কোন বিশেষ ব্যক্তির শিক্ষার ফলে আমরা আমাদের জন্মের দিন এবং সময়কে জানতে পারি। এই প্রকার জ্ঞানে কোন সংশয় থাকে না, একে শব্দ বা আপ্তবাক্য বলা যেতে পারে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যে প্রত্যক্ষের কথা স্পিনোজা উল্লেখ করেছেন তা হল অস্পষ্ট এবং অপরিচ্ছন্ন অভিজ্ঞতা। অনির্দিষ্ট এই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জানতে পারে যে, তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী এবং তার মত সকল মানুষই মৃত্যুবরণ করে থাকেন। তৃতীয় পর্যায়ের যে প্রত্যক্ষের কথা স্পিনোজা উল্লেখ করেন তা হল কোন একটি বিষয় থেকে অনুমানের মধ্য দিয়ে আরও একটি বিষয়ের জ্ঞানে উপনীত হওয়া। যেমন, আমরা বলতে পারি যে, প্রতিটি কার্যের কারণ আছে, যদিও প্রতিটি বিষয়ের কারণ কি তা আমরা স্পষ্টভাবে জানি না। যখন কোন বস্তুর স্বরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন যে প্রকার প্রত্যক্ষ করে থাকি তা স্পিনোজার মতে চতুর্থ প্রকার প্রত্যক্ষের নমুনা। চতুর্থ প্রকার প্রত্যক্ষ সাধারণ অর্থে দুর্লভ। সাধারণতঃ গণিতশাস্ত্রে আমরা এইরূপ প্রত্যক্ষ করে থাকি। নীতিশাস্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পিনোজা উল্লিখিত প্রথম পর্যায়ের প্রত্যক্ষকে বাদ দিয়েছেন এবং প্রত্যক্ষ হিসাবে তিনটি মাত্রার প্রত্যক্ষকে উল্লেখ করেছেন।

(১) স্পিনোজা প্রেরিত জ্ঞানের মাত্রা ভেদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রথমে যে পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন তা হল 'cognitio primigeneris'। মানুষের দেহ অন্যান্য দেহের সহিত সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হলে দেহের মধ্যে বিশেষ পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এই পরিবর্তন ধারণার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রতিফলিত এই ধারণাগুলি সাধারণভাবে এক এবং সংবেদনের ধারণার মত। স্পিনোজা এই ধারণাগুলিকে বলেন 'ideas of imagination'। এইরূপ ধারণা লাভ করতে মনকে কোন সক্রিয় ভূমিকা নিতে হয় না, এই ধারণাগুলি দেহের দ্বারা উদ্ভূত কতকগুলি পরিবর্তনের প্রতিফলন মাত্র। সাধারণভাবে এই ধারণাগুলি অস্পষ্ট এবং অসম্পূর্ণ; কারণ যতক্ষণ পর্যন্ত কোন

বহির্বর্তী দেহ আমাদের দেহের সহিত সন্নিকর্ষ প্রাপ্ত হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্তই আমরা এই ধারণা পোষণ করে থাকি।

এই কারণে স্পিনোজা বলেছেন যে, প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং অস্পষ্ট। স্পিনোজার মতে সাধারণ এবং সামান্য ধারণাগুলি প্রথম পর্যায়ের জ্ঞানকে পরিস্ফুট করে। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলা উচিত, স্পিনোজা মনে করেন যে, যে সমস্ত সামান্য ধারণা প্রত্যক্ষভিত্তিক, সেগুলি প্রত্যেকটিই অস্পষ্ট ; উদাহরণ স্বরূপ মানুষ, ঘোড়া, কুকুর ইত্যাদি। এই প্রকারের অস্পষ্ট ও অপ্রচুর ধারণাসমূহের উৎস হল কল্পনা। এগুলি ইন্দ্রিয় সংবেদন-লব্ধ, তাই এগুলি যুক্তিবিহীন অভিজ্ঞতা এবং নিছক লৌকিক বিশ্বাসমাত্র। এগুলি সসীম খণ্ড খণ্ড বস্তুর মধ্যেই সীমিত থাকে, অসীম ও অখণ্ড সমষ্টির জ্ঞানদান করতে পারে না। এগুলি বিশেষ বিশেষ বস্তুর বৈচিত্র্যের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে ফেলে, কিন্তু বৈচিত্র্যের মধ্যে যে মূলগত ঐক্য বিদ্যমান তা উপলব্ধি করতে পারে না। এই কল্পনা থেকে কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস ও ভ্রমের উৎপত্তি হয়। বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে পৃথকভাবে সাধারণ ধারণার অস্তিত্ব, প্রকৃতির মধ্যে উদ্দেশ্য, ভূত-প্রেত, মানুষের ইচ্ছা-স্বাধীনতা এবং আরও নানা প্রকার ভ্রান্ত ধারণায় বিশ্বাস এই কল্পনা ও ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ থেকেই উদ্ভূত হয়।

যদিও স্পিনোজা জ্ঞানের প্রথম পর্যায়কে জটিল বলে মনে করেছেন তবুও তিনি তাঁর গুরুত্বকে অস্বীকার করতে পারেন নি কারণ ধারণার অস্পষ্টতা ধারণার অসত্যতাকে বিজড়িত করে না। সুতরাং প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান মিথ্যা নয়। যদিও বলা যায় যে, প্রাথমিক পর্যায়ের এই ধারণাগুলি জগৎ সম্বন্ধে কোন সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ ধারণা দেয় না তবুও একথা কখনই বলা যায় না যে, এগুলি মিথ্যা।

(২) "**Cognitio secundi generis**"—স্পিনোজা যে দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন তা স্পষ্ট ধারণা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান। এই প্রকার জ্ঞানের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি Level of reason-এর কথা বলেছেন, এই level of reason, যা level of imagination থেকে স্বতন্ত্র। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই স্পষ্ট, বিজ্ঞানভিত্তিক কতকগুলি ধারণা থাকে। গতির ধারণা এরূপ একটি সাধারণ ধারণা, এরূপ ধারণাগুলি সমস্ত মানুষই স্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারেন। এই ধারণাগুলি স্পষ্ট এবং বাস্তব প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সাহায্যকারী। সাধারণতঃ এরূপ ধারণা গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যার প্রাথমিক সূত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্পিনোজা অবশ্য বিজ্ঞানের ধারণা ছাড়াও যে কোন স্বতঃস্ফূর্ত সত্যের ক্ষেত্রে এরূপ জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেছেন। এই **স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট ধারণার** উৎস হল যুক্তি বা বিচার-বুদ্ধি ; এই যুক্তিই বস্তুর প্রকৃত স্বরূপ অনুধাবন করতে আমাদের সাহায্য করে যথাযথ ও পর্যাপ্ত জ্ঞান দান করে। এরূপ ধারণার দ্বারা আমারা অসীম ও অনন্তের দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে নিত্য ও অপরিহার্য সম্পর্ক এবং তাদের শাশ্বত ও সাধারণ সার উপাদান উপলব্ধি করতে পারি। এজন্য যুক্তিমূলক জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ ; তার দ্বারা সত্য ও অসত্য—উভয়ই স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিভাত হয়।

স্পিনোজার দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞান আবশ্যিক এবং সম্পূর্ণ জ্ঞান। স্পিনোজার মতে সেই ধারণাই সম্পূর্ণ যা স্বয়ংসিদ্ধ এবং যা বস্তু নির্ভর নয়। এই ধারণা সত্য, স্বতঃস্ফূর্ত এবং স্বপ্রকাশ। এই স্বতঃসিদ্ধ, শাশ্বত সত্য যেমন সংশয়হীন, সেইরূপ স্বতঃসিদ্ধ সত্য থেকে আবর্তিত অন্য সমস্ত সত্যও সংশয়হীন হবে। স্পিনোজা বলেন এই প্রকার জ্ঞান অমূর্ত জ্ঞান।

প্রথম পর্যায়ের জ্ঞান থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের বিবর্তনের মধ্যে মানুষ বিশেষ বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষ থেকে অমূর্ত সাধারণ জ্ঞান বিবর্তন করে থাকে। স্পিনোজার নীতিবিজ্ঞানের তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের জ্ঞানকে পরিস্ফুট হতে দেখে থাকি।

(৩) স্পিনোজা যে তৃতীয় পর্যায়ের জ্ঞানের কথা উল্লেখ করেন তা হল স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান (**Intuitive knowledge**)। স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান বলতে স্পিনোজা বুঝিয়েছেন সেই জ্ঞানকে যার মাধ্যমে আমরা একেবারে সমস্ত জগতকে স্বরূপতঃ প্রত্যক্ষ করতে পারি। এরূপ জ্ঞানকে স্পিনোজা সর্বাধিক উচ্চাঙ্গের জ্ঞান বলে গণ্য করেন। স্বজ্ঞার দ্বারা আমরা এই পরম সত্য উপলব্ধি করতে পারি যে জাগতিক যাবতীয় বস্তুই আবশ্যিকভাবে পরম দ্রব্য ঈশ্বরের মধ্যেই আছে এবং ঈশ্বর থেকেই অনিবার্যভাবে নিঃসৃত হয়। দ্বিতীয় পর্যায় থেকে Scientia Intuitiva-তে অবতীর্ণ হওয়া একটি বিবর্তন যা স্পষ্টতঃ চিহ্নিত হয়েছে। জ্ঞানের দ্বিতীয় ও তৃতীয় মাত্রার মধ্যে কোন ফাঁক নেই। এটি একটি ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে। অন্তর্দৃষ্টির জ্ঞানের মধ্য দিয়ে আমরা জগতের স্বরূপকে প্রত্যক্ষ করি এবং ঈশ্বরের বৈশিষ্ট্যগুলিকেও প্রত্যক্ষ করতে পারি।

বলা যায় যে, স্পিনোজা পরমদ্রব্য ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে Logical deduction-এর মধ্য দিয়ে জগতের অস্তিত্বতে উপনীত হয়েছেন। এই হিসাবে দেখলে বলা যাবে যে, স্পিনোজার মতে ঈশ্বর একটি সম্পূর্ণ অখণ্ড সংগঠন (system) যার দ্বারা জগতের সমস্ত কিছু সৃষ্ট এবং নির্ধারিত হয়েছে। এই হিসাবে স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান বলতে বুঝানো হয় কোন একটি বিশেষ বস্তুর প্রত্যক্ষকে যাকে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কিত করে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ মূলকারণের মধ্য দিয়ে কোন বিশেষ বিষয়কে প্রত্যক্ষ করাই স্বজ্ঞামূলক জ্ঞান। স্পিনোজা বলেন যতই আমরা বিশেষ বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করি, ততই আমাদের মনের মধ্যে ঈশ্বরের ধারণা সুস্পষ্টভাবে গ্রথিত হতে থাকে।

এই তিনটি পর্যায়ের জ্ঞান ছাড়াও স্পিনোজা আর এক প্রকার জ্ঞানের কথা স্বীকার করেছেন। স্পিনোজা বলেছেন এই চতুর্থ মাত্রার জ্ঞান এমন একটি পর্যায়ের জ্ঞান যেখানে সম্যক প্রশান্তি এবং পূর্ণ আনন্দ বিরাজ করে। এই পর্যায়টিকে স্পিনোজা বলেন প্রজ্ঞার পর্যায়; তপস্যার পর্যায়, প্রকৃত অর্থে আত্মোপলব্ধিই জ্ঞানের চূড়ান্ত অভিব্যক্তি। চতুর্থ-মাত্রার জ্ঞান আত্মোপলব্ধির জ্ঞান। Coplestone-এর ভাষা উল্লেখ করলে প্রজ্ঞার পর্যায়টিকে প্রকৃত অর্থে বুঝানো যাবে—"An intellectual contemplation of the eternal and infinite system of Nature and of one's own place in it, not a contemplation of a transcendent God, nor perhaps a religious contemplation at all in any ordinary

sense." প্রজ্ঞার এই পর্যায়টির উপর স্পিনোজা তাঁর দর্শনে যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

১০। ইচ্ছাশক্তি বা ইচ্ছা-স্বাধীনতা সম্বন্ধে স্পিনোজার মতবাদ